থানায় পুলিশের হেফাজতে নারী আসামির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

সংগৃহীত ছবি

কুমিল্লার হোমনা থানায় পুলিশি হেফাজতে থাকা এক নারী আসামির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে এটিকে আত্মহত্যা বলে ধারণা করলেও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন না আসা পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিশ্চিত নয়। তিনি থানার হেফাজতে ছিলেন এবং আজই তাকে আদালতে পাঠানোর কথা ছিল।

পুলিশ সূত্র জানায়, আগের দিন দুপুরে পারিবারিক কলহের জেরে ববিতা খাতুন তার সতিন ও সতিনের ১০ বছর বয়সী সন্তানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন। এতে তারা গুরুতর আহত হন। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন ববিতাকে আটক করে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখে এবং পরে পুলিশকে খবর দেয়।

পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় এবং থানার একটি কক্ষে আরও দুই নারী বন্দির সঙ্গে হেফাজতে রাখা হয়। তবে আজ ভোরে হঠাৎ করে থানার ভেতর থেকেই তার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশ আত্মহত্যার কথা বললেও ঘটনাটি ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছে।

হোমনা থানার এক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং প্রয়োজন হলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে।

এ ঘটনায় পুলিশি হেফাজতে নিরাপত্তা ও তদারকি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।